ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১৪/০৭/২০১৭ ।।

সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ

ধর্মনগর, ১৪ জুলাই ।। কদমতলা ব্লক এলাকায় সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থে ৭টি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলছে। এই প্রকল্পে ব্লকের কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে পাবলিক লাইব্রেরী এবং রিডিং রুমের নির্মাণ কাজ চলছে। এজন্য ব্যয় হচ্ছে ৭ লক্ষ টাকা। ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্যাকস-র পাশে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাবলিক লাইব্রেরী ও রিডিং রুম নির্মাণ চলছে। কুর্তি মাদ্রাসায় পানীয় জলের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণে জলাধার নির্মাণে ব্যয় হবে ৮ লক্ষ টাকা। রাণীবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পিয়ারাছড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডাইনিং হলের নির্মাণ কাজ চলছে। পশ্চিম আমটিলা গ্রাম পঞ্চায়েত আমটিলা ভিনানজাপ্পা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল প্রকল্পে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডাইনিং হল এবং বড়গোল পঞ্চায়েতের পশ্চিম আমটিলা এস বি স্কুলে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডাইনিং হল নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়া, সোনাইছড়ি ও রাণীবাড়ি এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৪ ও ৫নং গেইটের পাশে ১টি কিষাণ সেডের নির্মাণ কাজ চলছে। এতে ব্যয় হবে ৫ লক্ষ টাকা। কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের উপজাতি ছাত্রাবাসে একটি স্যানিটারী কমপ্লেক্স করা হবে। এজন্য ব্যয় হবে ১০ লক্ষ টাকা। কদমতলা ব্লকের বি ডি ও বৈজয়ন্ত দাস এই সংবাদ জানান।

পাবিয়াছড়ায় স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন বিষয়ে কর্মশালা

কুমারঘাট, ১৪ জুলাই ।। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি কুমারঘাটের পাবিয়াছড়ার মানসী মিলনায়তনে একদিনের স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কুমারঘাট পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন রতন চক্রবর্তী। এছাড়া, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মার্গারেট দেববর্মা, কৈলাসহর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রবীণ চাকমা প্রমুখ। কর্মশালায় অতিথিগণ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মশালায় ব্লক এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্যরা আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করেন।

ঘনিয়ামারা পঞ্চায়েতে লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত

বিশালগড়, ১৪ জুলাই ।। বিশালগড় ব্লকের ঘনিয়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতে গতকাল লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঘনিয়ামারা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান ঝুমা সরকার(মালাকার), পঞ্চায়েত সদস্যা কমলা খাতুন, সমাজসেবী মুকলেশ মিঞা মজুমদার ও আতিকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এলাকার শিল্পীরা লোক সঙ্গীত ও বাউল পরিবেশন করেন।

জোলাইবাড়ীতে ত্রিপুরা আজীবিকা মিশনের নব নির্মিত ভবনের উদ্বোধন

শান্তিরবাজার, ১৪ জুলাই ।। জোলাইবাড়ী ব্লকে গতকাল ত্রিপুরা আজীবিকা মিশনের নব নির্মিত অফিস ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন এবং একই সঙ্গে মেগা রক্ত দান শিবির, ব্লক ভিত্তিক বন মহোৎসব, লোক সংস্কৃতি উৎসব, জোলাইবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতি ও বি এ সি-র গত ৩ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ব্লক প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার। তিনি বলেন, আজীবিকা মিশনের মাধ্যমে স্ব-সহায়ক দলগুলো তাদের দলগত বিভিন্ন কাজকর্মকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বসহায়ক ভূমিকা নেবে। সমাজে নারীদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সমাজ ব্যবস্থাকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি সমাজে পণপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে তিনি নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির ভাষণে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায় বলেন, এই মিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার গরীব অংশের জনগণ স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখাবে। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক চন্দ্র কুমার জমাতিয়া, আর ডি সার্কেল-টু-এর তত্বাবধায়ক বাস্তুকার উপেন্দ্র জমাতিয়া, শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক বিশ্বশ্রী বি, ত্রিপুরা আজীবিকা মিশনের মুখ্য আধিকারিক অরূপরতন শর্মা, জোলাইবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দিপালী নন্দী ও ভাইস চেয়ারম্যান দয়াল গুহ। স্বাগত ভাষণ রাখেন ব্লকের বি ডি ও সুভাষ দত্ত। সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা। জোলাইবাড়ী ব্লকে এই আজীবিকা মিশনের অফিস ভবন নির্মাণে ব্যয় হয় ৭৫ লক্ষ টাকা। এদিকে, মেগা রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন ৮৮ জন। ব্লক ভিত্তিক বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে ব্লক প্রাঙ্গণে বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করা হয়। এছাড়া, ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসবে জোলাইবাড়ী ব্লকের ২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজের ২৫০ জন শিল্পী লোক সঙ্গীত ও নৃত্য ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

চন্ডীপুর ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব ১৬ জুলাই

কৈলাসহর, ১৪ জুলাই ।। আগামী ১৬ জুলাই চন্ডীপুর ব্লকের শ্রীরামপুরস্থিত বিবেকানন্দ স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হবে চন্ডীপুর ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় এই ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধন করবেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মধুময় মালাকার। সভাপতিত্ব করবেন শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাসন্তী দাস।

গঙ্গানগর পঞ্চায়েত ও দশরথনগর ভিলেজে লোক সংস্কৃতি উৎসব

কুমারঘাট, ১৪ জুলাই ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কুমারঘাট ব্লকের গঙ্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েত ও ফটিকছড়ার দশরথনগর ভিলেজে সম্প্রতি লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানে গঙ্গানগর পঞ্চায়েতের প্রধান অনিতা দেবনাথ, দশরথনগর ভিলেজের চেয়ারম্যান হরিচরণ দেববর্মা সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন । এই অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্পীরা ধামাইল, মনসামঙ্গল, গড়িয়া, হজাগিরি, মামিতা নৃত্য ও লোক সঙ্গীত পরিবেশন করেন ।

কিল্লা ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব ১৯ জুলাই

উদয়পুর, ১৪ জুলাই ।। আগামী ১৯ জুলাই কিল্লার চঙপ্রেঙ হলে কিল্লা ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে । এ উপলক্ষে গত ১০ জুলাই কিল্লা ব্লকের বি এ সি-র সভা কক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সভা থেকে বি এ সি-র চেয়ারম্যান ভক্ত সাধন জমাতিয়াকে চেয়ারম্যান করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয় । এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বি ডি ও সঞ্জিত দেববর্মা, ব্লক এলাকার প্রতিটি ভিলেজের চেয়ারম্যানগণ সহ বিশিষ্টজনেরা ।

ডুকলীতে সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন ৬৯৭৮ জন

আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। ডুকলী সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প কার্যালয়ের উদ্যোগে বর্তমানে ডুকলী ব্লক এলাকার ৬৯৭৮ জন বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ভাতা পাচ্ছেন । এরমধ্যে ৬০ বছরের উর্ধ্বে ২৭৩৮ জন, রিক্সা চালক ৪৭ জন, ২ জন চর্ম শিল্পী, ১৪ জন মাছ চাষী, ৮ জন ক্ষৌর কর্মী এবং ১৭ জন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীকে এই ভাতা দেওয়া হচ্ছে । এজন্য প্রত্যেক সুবিধাভোগীর নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। সামাজিক ভাতা প্রকল্পে একজন সুবিধাভোগী প্রত্যেক মাসে ন্যূনতম ৭০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১১০০ টাকা ভাতা পাচ্ছেন । ডুকলীর সি ডি পি ও প্রসেনজিৎ দেববর্মা এই সংবাদ জানিয়েছেন ।

স্বচ্ছ ভারত মিশন ঃ সিপাহীজলা জেলায় ৩০ হাজার শৌচালয়

বিশালগড়, ১৪ জুলাই ।। স্বচ্ছ ভারত মিশনে সিপাহীজলা জেলায় শৌচালয় নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। জেলায় শৌচালয় নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৪ হাজার ২৬৭টি। এর মধ্যে বি পি এল ২৮ হাজার ৫৫৩টি, এ পি এল ২৪ হাজার ৪৮৭টি পরিবার এবং ২১ হাজার ২২৭টি পরিবারের পরিত্যক্ত শৌচালয় ব্যবহার যোগ্য করে তোলা হবে । গত অর্থবছরে শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে ৩০ হাজার ৪৪টি। এর মধ্যে বি পি এল পরিবারের ১৩ হাজার ৬৫৪টি, এ পি এল ৮ হাজার ৪৪৪টি এবং ৭ হাজার ৯৪৬টি পরিত্যক্ত শৌচালয় ব্যবহার যোগ্য করা হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকায় আরও ১৪ হাজার ৬৩৩টি শৌচালয় নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে ১,৬৯১টি । বাকীগুলি নির্মাণের কাজ চলছে। প্রতিটি শৌচালয় নির্মাণ পিছু ব্যয় হচ্ছে ১২ হাজার টাকা করে। তাছাড়া, জেলার বিভিন্ন জনবহুল এলাকা এবং বাজার গুলিতে বর্তমানে ৪টি কমিউনিটি শৌচালয় নির্মাণের কাজ চলছে। প্রত্যেকটি নির্মাণে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা করে। আরো ১৫টি নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে ।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের উদ্যোগে বর্তমানে জেলার বিভিন্ন মহকুমা, ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিগুলিতে ব্যাপক জন সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চলছে। এই কাজে এগিয়ে এসেছেন জন প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ছাত্র-ছাত্রী সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিরা। এই কাজকে সফল করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে পর্যালোচনা সভা করা হয়েছে ।

উচ্চমাধ্যমিক ঃ কলা ও বাণিজ্য শাখার রিভিউ-র ফলাফল

আগরতলা, ১৩ জুলাই ।। ২০১৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কলা ও বাণিজ্য শাখার উত্তর পত্রের রিভিউ পরবর্তী নম্বর পর্ষদের ওয়েবসাইটে **আপলোড করা হয়েছে । ওয়েবসাইটটি হল ঃ** www.tbse.in.। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানান । ২০ জুলাই, ২০১৭ থেকে পুরানো মার্কশিট জমা দিয়ে নতুন মার্কশিট সংগ্রহ করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পর্ষদ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

সাব্রুমে কন্যা সন্তান দিবস পালিত

সাব্রুম, ১৩ জুলাই ।। সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক কার্যালয়ের মিলনায়তনে কন্যা সন্তান দিবস পালন করা হয় । নগর পঞ্চায়েত এলাকার ৩০ জন কন্যা সন্তানের মা এবং আশা কর্মীগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও কর্মসূচীর উপর আলোচনা করেন সাব্রুম মহকুমার মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন সাব্রুম মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ প্রিতম দাস । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সি ডি পি ও সৌর্হাদ্য চক্রবর্তী ।

শানখলা ও তমাকারী ভিলেজে লোকসংস্কৃতি উৎসব সম্পন্ন

মোহনপুর, ১৩ জুলাই ।। হেজামারা ব্লকের শানখলা ভিলেজ ভিত্তিক লোকসংস্কৃতি উৎসব গত ১২ জুলাই সেখানকার কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন হেজামারা বি এ সি-র চেয়ারম্যান এম ডি সি কুমুদ দেববর্মা । উপস্থিত ছিলেন শানখলা ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা সহ ভিলেজ কমিটির সদস্য নীহাররঞ্জন দেববর্মা, স্বপ্না দেববর্মা প্রমুখ । অনুষ্ঠানে ভিলেজ এলাকার শিল্পীরা গড়িয়ানৃত্য, বাঁশিবাদন, উপজাতি বাউলগান ইত্যাদি পরিবেশন করেন । অপরদিকে, ঐ দিন পশ্চিম তমাকারী ভিলেজ ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় । ভিলেজ কমিটির অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই উৎসবের সূচনা করেন পশ্চিম তমাকারী ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান পঞ্চমী দেববর্মা । অনুষ্ঠানে ভিলেজ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান দেবানন্দ রিয়াং, মোহনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের আই সি ও সুজিৎ কান্তি ঘোষ সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা উপজাতি বাউলগান এবং জাদুকলিজা পরিবেশন করেন ।